খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 75 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 16 January, 2026 ● ২ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোনঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্যঃ ৩ টাকা ● Page 4

খয়েরপুর কে নেশার সাম্রাজ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে "মান্না"

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। রাজ্যে যখন একদিকে মুখ্যমন্ত্রী নেশা মুক্তির ডাক দিয়ে পুলিশ প্রশাসন কে নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছেন ঠিক তখনি একেবারে নাকের ডগায় বসে স্বদলীয় কিছু বড় মাপের নেতাদের আশকারায় দুর্বার গতিতে নেশা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে খয়েরপুরের মান্না নামক এক প্রভাবশালী নেশা কারবারি। তার বিরুদ্ধে ড্রাগস, ফেন্সিডিল, গাঁজা , ইয়াবা সহ নানাবিধ নেশা পাচার করার অভিযোগ রয়েছে। এই মান্নার কারনে গোটা খয়েরপুর জুরে ব্যাপক আতঙ্কে আছেন শান্তি প্রিয় মানুষ। তাই চিঠি যোগে খয়েরপুর থেকে একটা বিশাল অংকের অভিভাবক মহল আমাদের দ্বারস্থ হয়েছেন মান্নার বিরুদ্ধে শত শত অভিযোগ নিয়ে। তার চারিত্রিক দোষ এবং স্বদলীয় কিছু মহিলা কর্মীদের সাথে তার অবৈধ ও অশালীন আচরনের ফলে তাকে রাজনৈতিক এক দল থেকে বহিষ্কার ও করা হয়। কিন্তু তাতেও তার চারিত্রিক দিক থেকে কোনো বদল ঘটেনি। যার বিভিন্ন তথ্য ও প্রমান সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছেন খোদ তার স্ত্রী। শুধু মাত্র চারিত্রিক দোষ নয়। তার দেদার নেশা বাণিজ্য নিয়েও বিভিন্ন তথ্য ফাঁস করেছেন তিনি। এত কিছুর পরেও মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার পুলিশ মান্না কে বাগে আনতে ব্যর্থ। কিন্তু কেন ? সেটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় প্রশ্ন। অভিযোগ মান্না খয়েরপুর তোলাকোনা এলাকা সহ বাইপাস জুরে তার রমরমা নেশা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু নিরাপদ আস্তানা তৈরি করে মান্না তার নেশা সামগ্রী গুলো বিভিন্ন ছোট বড় গাড়িতে লোডিং আন লোডিং এর ব্যবস্থা করে চলেছে। আরও অভিযোগ, খয়েরপুর এর নাকা পয়েন্ট গুলিকে ম্যানেজ দিয়েই প্রতিনিয়ত এই ধরনের নেশা বাণিজ্য চালাচ্ছে সে। আর এক্ষেত্রে তাকে মদত যোগাচ্ছে রাজ্য স্তরের এক নেতা। তার মদতেই সে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা কে নেশার সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে মান্নার এই অবাধ নেশা বাণিজ্যের কারনে আতঙ্কে আছেন গোটা খয়েরপুর এর মানুষ। এলাকার বহু গরীব পরিবারের ছেলে মেয়েরা দিন রাত খাটাখাটি করে দু বেলা রুজি রুটির যোগান দেয়। মান্নার মত লোকেরা সেই যুবক দের নেশার সাগরে ঠেলে দিয়ে শুধু তাদের নয় বরং তাদের গোটা পরিবার কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এধরনের ঘটনায় শুধু এলাকার সাধারন মানুষ নয় বিভিন্ন স্তরের নেতারাও আতঙ্কে আছেন। কারণ মান্নাদের মত লোকেদের এই অবৈধ বানিজ্য ধীরে ধীরে নেতা নেত্রীদের সন্তান দের জীবনে ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। তাই এই মান্না র বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা গ্রহনের দাবী জানাচ্ছেন এলাকা বাসী। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা চাইলেই পারেন মান্নার মত সমাজ বিরোধী দের জেলে পুরতে। এখন দেখার বিষয় সংবাদ প্রকাশের পর এলাকাবাসীর এই আবেদন রাজ্য সরকার ও জনদরদি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিনা।

কিছু বললেই বাড়িতে হামলা হবে, আতঙ্কিত এক প্রবীণের বক্তব্য

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। পুরো নিগমের অন্তর্গত ২৩ নং ওয়ার্ড এর এক প্রবীণ নাগরিক এর বক্তব্য আবারো যেন মনে করিয়ে দিল রাজ্য জুরে বাইক বাহিনীর তান্ডবের ইতিহাস। পুরো নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই আগরতলার বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকা গুলির বেহাল চিত্র উঠে আসছে আমাদের সংবাদ কর্মীদের ক্যামেরায়। এমনি এক ছবি এবার ধরা পরেছে ২৩ নং ওয়ার্ড থেকে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে ড্রেন গুলি নর্দমায় পরিণত হয়েছে। মশার উপদ্রব সহ বর্ষাকালে জল উপচে পরছে রাস্তায়। এই নিয়ে স্থানীয় এক প্রবীণ কে জিজ্ঞেস করতেই উনি বলেন, কিছু বলার নেই। বললেই তো বাড়ি ঘরে আক্রমন হবে। রাতের বেলা ভাংচুর হবে। উনার এই বক্তব্য স্পষ্ট করছে, অনুন্নয়ন নিয়ে কিছু বলা মানেই নিজের ক্ষতি। সরকারের খুঁটি নাটি খামতি গুলো তুলে ধরলেই বাড়ি ঘরে হামলার আতঙ্ক থাকে। ঠিক কয়েক বছর আগে যেভাবে মানুষের বাড়ি ঘরে বাইক ও হেলমেট বাহিনিরা হামলা চালাতো সেভাবেই। বিরোধীরা অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি শাসিত দেশে বাক স্বাধীনতা হারিয়েছে মানুষ। তবে কি বৃদ্ধের এই বক্তব্য বিরোধীদের আনা অভিযোগ গুলোতেই শীল মোহর লাগাচ্ছে ? মানুষ আজকাল অন্যায় দেখেও প্রতিবাদ করার সাহস করে উঠতে পারছেন না। রাতের আধারে বাড়ি ঘরে হামলা হবে, আক্রমন হবে এই ভয়ে। এ কোনো অরাজকতার মধ্যে দিয়ে চলছে সামগ্রিক ব্যবস্থা ? থেকে যায় প্রশ্ন। ততসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, ৫১/৫১ জয়ী পুরো নিগমের ওয়ার্ড কাউন্সিলার রা কি কাজ করলেন এই কয়েক বছরে ? মানুষ এর জবাব দেবেন কিন্তু ভোট বাক্সেই।

জনজাতিরা শুধু মাত্র একটা সম্প্রদায় নয় তারা হলেন সংস্কৃতি ও পরিচিতির ভিত্তি: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকার জনজাতিদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। রাজ্য সরকারের বাজেটে জনজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। নাবার্ডের বরাদ্দ অর্থে জনজাতি অধ্যুষিত দূরবর্তী এলাকার রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। এর মাধ্যমে জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। আজ কুমারঘাটের দারচেয়ে রাজ্যভিত্তিক ডার্লং থার্লাক কুট উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ডার্লং সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত জনজাতি কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বর্তমানে রাজ্য সরকার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, ডার্লংরা শিক্ষা, সংস্কৃতিতে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে। এই উৎসব ডার্লং সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে। ঐতিহ্যবাহী থার্লাক কুট উৎসব হলো ডার্লং সম্প্রদায়ের ফসল তোলার উৎসব। এই উৎসবের মাধ্যমে ডার্লং সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত সংস্কৃতি ও একতাকে উর্ধে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, সচিব এল, ডার্লং, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুধাম্বিকার আর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য প্রমুখ। এবছর থার্লাক কুট উৎসবের থিম হলো 'সময়ের পালক'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বার্ষিক ক্যালেন্ডারে এখন থেকে থার্লাক কুট উৎসবকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য জনজাতিদের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এছাড়াও উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় জনজাতিদের উন্নয়নে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরার মহারাজাকে সম্মান জানাতে আগরতলার বিমানবন্দর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং বিমানবন্দরে ও আগরতলার কামান চৌমুহনিতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যের ১২টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক (অভিলাষী উন্নয়ন ব্লক) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাজেটের বাইরেও এই সমস্ত অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিতে জনজাতি উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ১০ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে এ পর্যন্ত ত্রিপুরায় জনজাতি সম্প্রদায়ের ৭ জনকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। এরমধ্যে থাংগা ডার্লং একজন। জনজাতিদের সমাজপতিদের জন্য সামাজিক ভাতা ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। জনজাতিদের ঐতিহাসিক জাতিসত্ত্বার পরিচিতি ঘটানোর জন্য বিভিন্ন স্থানের নাম নতুন ভাবে নামকরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার ফলে ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যে স্থায়ীভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এন.এল.এফ.টি. এ.টি.টি.এফ.-দের অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনটি ডিগ্রি কলেজে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়েছে। জনজাতি ছাত্রাবাসের খাওয়ার জন্য প্রতিদিন ৫৫ টাকা থেকে ৮০ টাকা করে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৪ হাজারের উপর ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। জনজাতি ছাত্রাবাসগুলিতে স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পি.এম. জনমনের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যের ৬৫ হাজারের উপর রিয়াং জনজাতি পরিবারের পরিসুত পানীয়জল, আবাসন, বিদ্যুতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নয়ন করা হয়েছে। এরজন্য ব্যয় করা হয়েছে ৩২২ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, জনজাতিরা শুধু মাত্র একটা সম্প্রদায় নয়, তারা হলেন সংস্কৃতি ও পরিচিতির ভিত্তি। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতিদের কল্যাণে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য ভাষণ রাখেন ডার্লং ইনমে ইনজোমের সভাপতি টিংখুমা ডার্লং। তিনি জানান, বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস তার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ডার্লং ইনমে ইনজোম সংস্থাকে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন থার্লাক কুট উৎসব আয়োজনের আহ্বায়ক এইচ, ডার্লং। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ অতিথিগণ উৎসব উপলক্ষ্যে ডার্লং সমাজের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদের প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

ব্যাঙ্গালোরে ডেলিভারি বয়ের রহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। ফের এক ডেলিভারি বয়ের কাজে নিযুক্ত যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে কদমতলা ব্লক এলাকায়। যদিও এবারের ঘটনাটি ঘটেছে বহিঃরাজ্য ব্যাঙ্গালোরে, তবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মৃত যুবকের নিথর দেহ বাড়িতে পৌঁছাতেই কান্না ও শোকের আবহে ভেঙে পড়ে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা। জানা যায় মৃত যুবকের নাম শাহাজান আলম (২৩)। তিনি কদমতলা থানাধীন ইছাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ জলাইবাড়ি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। মৃতের পিতা আব্দুল গনি জানান, প্রায় সাত বছর আগে কাঁঠালতলী বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শামীম আহমেদের কন্যার সঙ্গে বাঘন স্কুলে পড়াশোনার সময় শাহাজানের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পড়াশোনা শেষে ওই তরুণীকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠানো হলে, অভিযোগ অনুযায়ী, মেয়েটি ও তার পরিবারের চাপে শাহাজানকেও সেখানে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে লেখাপড়া শেষ করার পর শাহাজান একটি বেসরকারি সংস্থায় ডেলিভারি বয়ের কাজ শুরু করেন। অভিযোগ, তিনি যে অর্থ উপার্জন করতেন, তার বড় অংশই ওই তরুণীর পড়াশোনার খরচ হিসেবে ব্যয় করতেন। বিষয়টি উভয় পরিবারের কাছেই জানা ছিল বলে দাবি মৃতের পরিবারের। এমনকি প্রয়োজনের সময় ছেলের পরিবারকেও অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে বাধ্য করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। দীর্ঘ সাত বছর এভাবে চলার পর শাহাজান ও তাঁর পরিবার সামাজিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে দুই পরিবারের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মৃতের পিতা আব্দুল গনির অভিযোগ, বিয়ের কথা উঠতেই তরুণীর পরিবার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তরুণীকে ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর শাহাজান যোগাযোগের চেষ্টা করলে তরুণীর মা ও পরিবারের সদস্যরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বিয়েতে স্পষ্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এই ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন শাহাজান। পরিবারের দাবি, নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তিনি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে আত্মহত্যার হুমকিও দিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এরই মধ্যে গত ১৩ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোরে তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য মিলছে না। পরে তার সঙ্গে কর্মরত সহকর্মীরাই বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানান এবং ব্যাঙ্গালোরের স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

নিপা ভাইরাস আতঙ্ক, স্পষ্টীকরণ দিলেন এন আর এচ এম

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে নিপাহ ভাইরাস এর সংক্রমনের খবরে এক প্রকার আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া রাজ্য হবার সুবাদে ত্রিপুরা রাজ্যে ও নিপা ভাইরাসের সংক্রমন নিয়ে কিছুটা সন্দিহান এখানকার মানুষ। তাই এই নিয়ে স্পষ্টীকরণ দিতে বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করেন এনআরএচএম। এদিন বৈঠক করে জানানো হয়েছে নিপাহ ভাইরাস শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সাম্প্রতিক বাংলাদেশে ও বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রায় প্রতি বছরই বাংলাদেশে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চোখে পরে। এ বারেও প্রায় ৪ টি কেইস উঠে এসেছে এবং ৪ জনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এখন অব্দি যদিও নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমন নিয়ে কোনো তথ্য নেই কিংবা আক্রান্ত হয়নি কেউ। তবে এর জন্যে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে সেই নিয়ে কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। এই ভাইরাসের দুটি স্টেজ রয়েছে। একটি হচ্ছে নিপাহ ভাইরাস মালয়েশিয়ান স্টেজ অন্যটি হল নিপাহ ভাইরাস বাংলাদেশ স্টেজ। এর মধ্যে ভারত বর্ষে সব চাইতে বেশি লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশ টাইপ নিপাহ ভাইরাস। আর এই ভাইরাস মূলত বাদুরের থেকেই ছরায়। ইদানিং কালে শূকরের মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্ন জাগে যে শুকরের মাংস থেকে এই ভাইরাস সংক্রমিত হয় কিনা। এদিন এই নিয়ে স্পষ্টীকরণ দিতে গিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা জানান , আজ অব্দি এধরনের কোনো ঘটনা সামনে আসে নি। তবে এই নিয়েও পর্যবেক্ষণ চলছে। সার্বিক ভাবে নিপাহ ভাইরাসের সংক্রমন রুখতে কিংবা সংক্রমিত হলে তার থেকে রক্ষা পেতে যা কিছু ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন তা করা হচ্ছে বলেই এদিন জানানো হয়েছে।

প্রভাতী পত্রিকার সাংবাদিক আক্রমন কাণ্ডে গ্রেফতার তিন

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। কর্ম ক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরতে গেলেই এখন সহসা যত্রতত্র সমাজ দ্রোহী দের খপ্পরে পরতে হচ্ছে সংবাদ কর্মীদের। ইদানিং কালে রাতের বেলা নিজের পেশাগত দায়িত্ব সেরে বাড়ি ফিরতে গিয়ে একাধিক সাংবাদিক কে আক্রমনের শিকার হতে হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এমনি একটি ঘটনা ঘটে যায় রাজধানীর বটতলা সংলগ্ন এলাকা পেরিয়ে কিছুটা আগে। এডি নগর থানাধীন ঐ এলাকায় মঙ্গলবার নিজের পেশাগত দায়িত্ব সেরে বাড়ি ফেরার পথে একটি ডাস্টবিনে আগুন জ্বলতে দেখে দাড়িয়ে পরেন দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সংবাদ কর্মী মৃণাল কান্তি দেবনাথ। উনি গোটা বিষয়টি নিজ মোবাইল এর ক্যেমেরায় বন্দি করছিলেন। ঠিক সেই সময় কিছুলক মদমত্ত অবস্থায় এসে তার সাথে তর্কে জড়িয়ে পরে। আর সেই থেকেই একটা পর্যায়ে গিয়ে তার উপর হামলা চালায় ঐ দুস্কৃতিরা। ঘটনার পর উনি প্রান বাঁচাতে কোনো ক্রমে মিলন চক্র এলাকায় একটি নিরাপদ স্থানে যান। এর পর প্রেস ক্লাবের সভাপতি কে খবর দেওয়া হয় এবং ততসঙ্গে অন্যান্য সংবাদ কর্মীরা ও ঘটনা স্থলে পৌঁছান। পরদিন আবারো প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রনব সরকার সহ অন্যান্যরা ছুটে যান। এডিনগর থানার ওসির বিরুদ্ধে ও এক রাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন সভাপতি। তার এলাকায় প্রায়শই অপ্রীতিকর ঘটনা এবং নেশা কারবারের রমরমা বাণিজ্য চলে আসছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তার উপর আবার ঐ এলাকার নেশা গ্রস্থ কিছু দুষ্কৃতী দ্বারা একজন সংবাদ কর্মীর উপর আক্রমনের ঘটনা যেন আর আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর চাপে পরে শেষমেশ তিন অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে এডি নগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের কে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মদন মোহন দেবনাথ , প্রাঞ্জল রায় বর্মন ও সমীর সরকার বলে জানা গেছে। শুক্রবার তাদের কে কোর্টে প্রেরণ করবে পুলিশ। তবে শহরের বুকে সাংবাদিক ও আম জনতার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করনে পুলিশের ভূমিকা যথেষ্ট নয়। এমনটাই দাবী বিভিন্ন মহলে।

জেলা শাসকের অফিসের কাজ ফেলে দোকানে তহল দিচ্ছেন সরকারি কর্মী

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। সরকারি দায়িত্বে ফাঁকি। অফিসে এসে বাজারে ঘোরাঘুরি। ঘটনা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশ্রামগঞ্জ সিপাহী জলা জেলা শাসক অফিসে। সিপাহীজলা জেলাশাসক অফিসে এসে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে বাজারে হাটে দোকানে ঘোরাঘুরি করছেন সিপাহীজলা জেলাশাসক অফিসের নাজির সেকশনের এলডিসি অর্থাৎ লয়ার ডিভিশন ক্লার্ক শুভঙ্কর নাগ। একদিন দুইদিন নয় , এটি নাকি প্রতিদিনকার চিত্র। সরকারি অফিস যতদিন খোলা থাকে প্রত্যেকদিন তাকে অফিসে আসার পর এভাবেই বাজারে হাটে ঘুরতে দেখা যায় বলে অভিযোগ। কোন কোন সময় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা অফিসের কাজ ফেলে রেখে দোকানে গিয়ে পায়ের উপর পা রেখে আড্ডায় মেতে উঠেন তিনি। বহু মানুষ নাকি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। সিপাহী জলা জেলাশাসক অফিসের পাশে জাতীয় সড়কের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন তার এই চিত্র দেখতে পায়। পাশাপাশি জেলাশাসক অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মচারী অভিযোগ জানিয়েছেন এটা নাকি তার কালচার। জেলাশাসক অফিসের নাজির সেকশন অর্থাৎ টাকা পয়সার সমস্ত হিসাবের দায়িত্বে ন্যাস্ত তিনি। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ায় তিনি মিথ্যা কথা বলেন যে জেলাশাসক অফিসে নাকি জল নেই। অথচ জেলাশাসক অফিসে বিশুদ্ধ পানীয় জল রয়েছে। জেলাশাসক অফিসের বেশ কয়েকজন আধিকারিক জানিয়েছেন শুভঙ্কর নাগ নাকি প্রায়শই এমন করে চলেছেন। এবার সংবাদ প্রকাশিত হবার পর এই নিয়ে কি পদক্ষেপ নেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সেটাই দেখার বিষয়।

পুকুর থেকে ভেসে উঠলো নিখোঁজ বৃদ্ধের মৃতদেহ

***খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।।** পুকুরে ভেসে উঠলো এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। মেলাঘর বটতলী দরগা এলাকায় এক পুকুর থেকে এই মৃতদেহ ভেসে উঠেছে এদিন। মৃত বৃদ্ধের নাম খরিন্দ্র নোয়াতিয়া। তার বাড়ি চন্দুল এলাকায়। জানা যায়, সোনামুড়া বটতলী পৌষ সংক্রান্তি মেলায় নিখোঁজ ছিলেন ওই বৃদ্ধ, অবশেষে পুকুরের জলে মৃত অবস্থায় ভেসে উঠলো তার দেহ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, মেলাঘর থানাধীন চুন্দুল গ্রাম পঞ্চায়েতের কানীপাথর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা খরিন্দ নোয়াতিয়া(৮৫), তার পরিবার সহকারে গত মঙ্গলবার রাতে সোনামড়া বটতলী পৌষ সংক্রান্তি মেলাতে আসেন, রাত্র বারোটা পর্যন্ত সবাই একসাথে থাকলেও বারোটার পরে খরিন্দ নোয়াতিয়াকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোক তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে সোনামুড়া থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ করেন। কিন্তু আজকে মেলাঘর থেকে সোনামুড়া মূল সড়কের সঙ্গে ন্যাটা দরগা লাগুয়া বড় পুকুরে মৃত অবস্থা ভেসে উঠে বৃদ্ধা খরিন্দ নোয়াতিয়া। প্রথমে এক ব্যক্তি দেখতে পেলেও পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল জনতা।*

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ২ মাঘ, ১৪৩২ বাংলা

অতিথি কত?

এখন শীতের কাল। ত্রিপুরার আবহাওয়া মনোরম। অন্যান্য পাহাড়ি এলাকার চেয়ে ত্রিপুরার শীত মিঠে। ফসল উঠেছে পাহাড়ে সমতলে। নানা পরবে সাজবে ত্রিপুরার প্রতিটি সমাজ। এখনই তো ত্রিপুরায় বেড়ানোর সঠিক সময়। সোনালী হলুদ ফুলে ছেয়ে গিয়েছে জম্পুই পাহাড়, অবশিষ্ট বাগানগুলোতে কমলাও একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনই তে ত্রিপুরাতে আসবেন অতিথি। কেবল চেনাজানা সরোবর নয়, পাহাড়ের অভ্যন্তরে থাকা জলাশয়েও বিদেশি পাখিরা এসেছে। নতুন সিঁদল এসেছে, শীতের সবজি এসেছে। দিকে দিকে নানা মেলা শুরু হয়েছে। করোনার প্রকোপ কম, এখনই তো ত্রিপুরাতে বেড়ানোর যথার্থ সময়। নীরমহলের জল শান্ত, শান্ত গোমতী, দূরের গুপ্ত ঝরনাগুলোও কম পিচ্ছল। এখনই তে আসবেন পর্যটক। পিলাকের পাথার জুড়ে ধানকাটা হয়ে গিয়েছে, প্রচুর পাখির আনাগোনা, তোতার ঝাঁক। বনে বনে বুনোফুল ফুটছে শীতের। এখন না এলে কখন আসবেন কেউ? কোভিডের নতুন ভাইরাস এসেছে। অথচ বেড়ানোতে সরকার আর আগের মতন কঠোর নন। পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই ভ্যারিয়েন্ট ছড়ায় বেশি, তবে মারক নয় বলেই অভিমত। এখন যারা বেড়াতে আসবেন তারা এক ত্রিপুরা দেখবেন। বর্ষায় ত্রিপুরা ভিন্নরূপ নেয়। বসন্ত আর হেমন্তকাল ত্রিপুরাতে অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সুতরাং ত্রিপুরাতে বেড়ানোর এখন যথার্থ সময়। স্থানীয় কিছু পর্যটন হয় বটে। বন দফতরের তৈরি করা পার্কগুলোতে পিকনিক হয়। কিন্তু বহির্ভারতের কিংবা বিদেশের পর্যটক কোথায়? প্রতি বছর সরকারি পর্যটন দফতর ত্রিপুরাতে আগত পর্যটকের সংখ্যা জানাতেন। এখন তেমন জানা যায় না। কোভিডে নষ্ট হয়ে গেল দুই দুইটি বছর। সরকার তেমন করে প্রচার করলেন না ত্রিপুরাকে।

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

ভারতকে চাঁদে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন নাম্বি নারায়ণন

সমরেশ পুরকায়স্থ

সাল ১৯৯৪। নভেম্বর মাস। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ইসরো-তে তখন এক চরম উত্তেজনার মুহূর্ত। ভারতের মহাকাশ স্বপ্ন তখন ডানা মেলতে শুরু করেছে। আর এই স্বপ্নের প্রধান কারিগর ছিলেন একজন মানুষনাম নাম্বি নারায়ণন। তিনি ছিলেন ইসরোর ক্রায়োজেনিক বা লিকুইড প্রোপালশন সিস্টেমের প্রধান। তার কাঁধেই দায়িত্ব ছিল ভারতকে এমন এক প্রযুক্তি এনে দেওয়ার, যা তখন শুধুমাত্র আমেরিকা আর রাশিয়ার কাছে ছিল। তিনি এবং তার টিম ফ্রান্সের সাথে যৌথভাবে তৈরি করেছিলেন 'ভিকাস' ইঞ্জিন। 'ভিকাস' নামটা তিনি দিয়েছিলেন তার গুরু বিক্রম সারাভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। তার স্বপ্ন ছিল, এই ইঞ্জিন দিয়েই ভারতের রকেট একদিন মহাকাশে দাপিয়ে বেড়াবে, বিদেশি সাহায্যের আর প্রয়োজন হবে না। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৪তার জীবনের ক্যালেন্ডার থেকে সব আলো মুছে গেল।

মিথ্যা অপবাদ ও নরকযন্ত্রণা সেদিন সকালে হঠাৎ কেরালা পুলিশ তার বাড়িতে হানা দেয়। কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ? তিনি নাকি পাকিস্তানের কাছে ভারতের রকেটের গোপন নকশা বিক্রি করেছেন! যিনি দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাকে মুহূর্তের মধ্যে বানিয়ে দেওয়া হলো 'দেশদ্রোহী'। সংবাদপত্রের শিরোনামে তাকে নিয়ে জঘন্য সব গল্প ছাপা হলোতিনি নাকি দুই মালদ্বীপের নারীর প্রেমে পড়ে দেশের তথ্য পাচার করেছেন। রাস্তাঘাটে মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করল। তার পরিবারের ওপর শুরু হলো সামাজিক বয়কট।

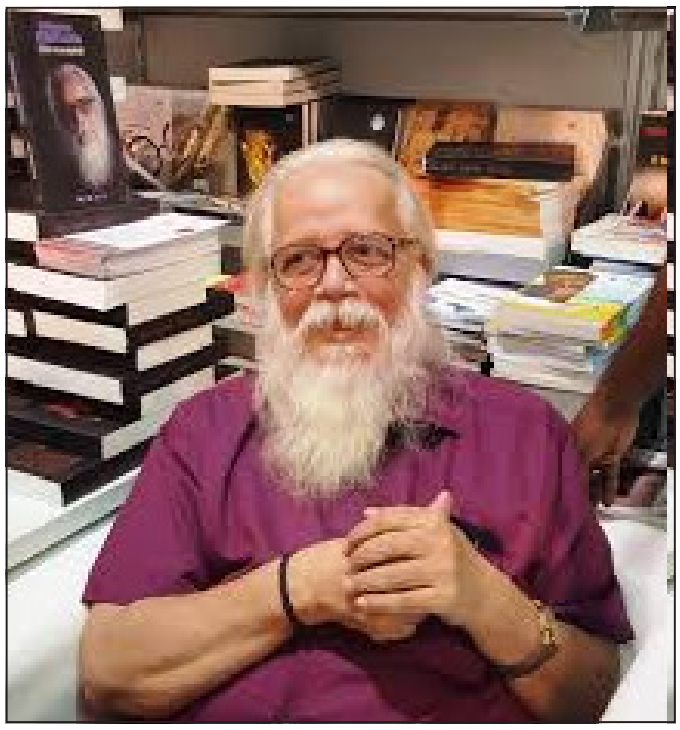

কিন্তু জেলের ভেতরে তার ওপর যা চলছিল, তা ছিল আরও ভয়ানক। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসাররা তাকে জেরা করার নামে অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। তাকে বলা হয়, "স্বীকার করো যে তুমি তথ্য পাচার করেছ।" নাম্বি চিৎকার করে বলতেন, "আমি নির্দোষ! রকেটের টেকনোলজি কাগজে লিখে পাচার করা যায় না, এটা কোনো রান্নার রেসিপি নয়!" কিন্তু কে শোনে কার কথা? তাকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য দিনের পর দিন মারধর করা হয়। টানা ৩০ ঘণ্টা তাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তার পা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। পানি খেতে চাইলে তাকে মারধর করা হতো। অফিসাররা তাকে চাপ দিতে থাকে'শুধু বলো যে ইসরোর চেয়ারম্যান মুথুনায়াগমও এর সাথে জড়িত।' নাম্বি বুঝেছিলেন, এটা কোনো সাধারণ তদন্ত নয়, এটা ইসরোকে ধ্বংস করার এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। নির্যাতনের চোটে তিনি জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলেন, তবু দেশের বিরুদ্ধে বা তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা শব্দও উচ্চারণ করেননি।

সত্যের একাকী লড়াই সিবিআই যখন এই মামলার তদন্তভার নেয়, তখন তারা অবাক হয়ে যায়। তদন্ত করে দেখা যায়, পুরো মামলাটাই সাজানো। রকেটের কোনো তথ্যই চুরি হয়নি, এমনকি গোপন কোনো নথিও মিসিং নয়। ১৯৯৬ সালে সিবিআই আদালতে রিপোর্ট দিয়ে বলল'নাম্বি নারায়ণন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাকে ফাঁসানো হয়েছে।' সুপ্রিম কোর্ট তাকে বেকসুর খালাস দিল। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নাম্বি জেল থেকে মুক্তি পেলেন ঠিকই, কিন্তু তার সম্মান? তার ক্যারিয়ার? যিনি ভারতকে ২০ বছর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন, তার জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়গুলো নষ্ট করে দেওয়া হলো জেলের অন্ধকূপে। সমাজ তাকে তখনও সন্দেহের চোখে দেখত। তার মেয়ের বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, ছেলে চাকরি পাচ্ছিল না। কিন্তু নাম্বি হার মানেননি। তিনি জানতেন, তাকে তার সম্মান ফিরে পেতেই হবে। তিনি পুলিশের সেই অফিসারদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন, যারা তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়েছিল। লড়াইটা ছিল দীর্ঘ ২৪ বছরের ফিনিক্স পাখির মতো উত্থান অবশেষে ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায় দেয়। আদালত বলে, 'এই বিজ্ঞানীর সাথে যা করা হয়েছে, তা দেশের জন্য লজ্জাজনক।' তাকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেরালা সরকার পরে আরও ১.৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়। আর ২০১৯ সালে ভারত সরকার তার সেই হারানো সম্মান ফিরিয়ে দেয় সুদে-আসলে। তাকে ভূষিত করা হয় পদ্মভূষণ সম্মানেযা ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান। রাষ্ট্রপতি ভবনে যখন তার নাম ঘোষণা করা হলো, পুরো দেশ তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়েছিল। যে রাষ্ট্র একদিন তাকে 'গুপ্তচর' বলে ছি-ছি করেছিল, সেই রাষ্ট্রই তাকে বুকে টেনে নিল 'বীর সন্তান' হিসেবে। আজ যখন ভারতের পিএসএলভি রকেট বা চন্দ্রযান মহাকাশে পাড়ি দেয়, তার পেছনে যে আগুনের গর্জন শোনা যায়, তা আসলে নাম্বি নারায়ণনের সেই 'ভিকাস' ইঞ্জিনের শব্দ। তিনি প্রমাণ করেছেনমিথ্যা দিয়ে সত্যকে সাময়িকভাবে ঢাকা যায়, কিন্তু সূর্যকে যেমন মেঘ দিয়ে বেশিক্ষণ আড়াল করা যায় না, তেমনই সত্যকেও দাবিয়ে রাখা যায় না। নাম্বি নারায়ণনযিনি শুধু একজন বিজ্ঞানী নন, তিনি এক অদম্য সাহসের নাম।

বর্গীদের সাথে লড়াইয়ে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয় আলীবর্দীর

সুমঙ্গল রায়

নবাব আলীবর্দী খানের আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খানের তাঁবুতে সেদিন রাত অনেক গভীর হয়েছিল। বৃদ্ধ নবাবের বক্তব্য মুস্তাফা খান, শামশির খান, উমর খান, সর্দার খান, রহম খান প্রমুখ যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁরা নবাবের হয়ে নতুন উদ্যোমে লড়াইয়ে নামতে সম্মত হলেন।

বর্গীদের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত হয়ে পরদিন সকালেই সকলে যাত্রা শুরু করলেন কাটোয়ার দিকে।

বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথে ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে নিগন সরাইয়ে আলীবর্দীর সৈন্যরা অনুসরণকারী বর্গী সেনাদলের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এটাই ছিল তাদের কৌশল।

সন্ধ্যার মুখে দুপক্ষের লড়াইটা বেঁধেছিল। যা রাত পর্যন্ত চলেছিল। খণ্ডযুদ্ধে হতাহত হয় বেশ কয়েকজন।

উমর খানের ছেলে আলীবর্দীর সাহসী সেনাপতি মুসাহিব মুহাম্মাদ খান মারা গেলেন।

আলীবর্দীর বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান রাজের দেওয়ান মানিকচাঁদ। প্রাণ ভয়ে তিনি বর্ধমান ফিরে গেলেন।

কিন্তু আলীবর্দীর গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক হায়দার আলী, মীর জাফর, মুস্তাফা খান, শামশির খান, উমর খান, সর্দার খান ও রহম খানের বীরত্বে নবাব বাহিনী বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

সাহসিকতার সঙ্গে তারা লড়াই চালিয়ে শত্রু শিবিরের অনেককেই হত্যা করে। মার খেয়ে মারাঠাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়।

নবাবের বাহিনীকে ঘিরে তারা যে বৃত্ত রচনা করেছিল, তার অর্গল ভেঙে যায়।

নবাবের বাহিনী বীরবিক্রমে তখন ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে। অনেকটা চলার পর তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে একক দল হিসেবে সারিবদ্ধভাবে কাটোয়ার দিকে চলতে শুরু করে।

আলীবর্দী খানের শিবিরে তখন সবমিলিয়ে দুই থেকে
তিন হাজার অশ্বারোহী আর পাঁচ থেকে ছয় হাজার
পদাতিক সেনা আর কিছু হাতি অবশিষ্ট ছিল।

রাত্রির অন্ধকারে লড়াইয়ের মাঝে মারাঠারা আলীবর্দীর বাহিনীর এক ফৌজদার মীর হাবিবকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

অবশ্য সে নিজে ধরা দিয়েছিল কিনা বলা মুশকিল।

তবে দেখা যায় এরপর থেকে সে মারাঠাদের সঙ্গেই থেকেছে। তাদের বন্ধু হয়েছে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে।

মীর হাবিব প্রথম জীবনে নবাব সুজাউদ্দিন খান এবং সরফরাজ খানের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করেছেন।

সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে আলীবর্দী খান ক্ষমতা দখল করায় তিনি আলীবর্দীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

মীর হাবিব আলীবর্দীর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশ করেন নি কোনোদিন।

পরবর্তী দশ বছর দেখা গেছে বাংলায় মারাঠাদের প্রতিটা আক্রমণে তিনি মারাঠাদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন।

কাটোয়া পর্যন্ত প্রায় পুরো পথেই নবাব সেনার সাথে বর্গীদের লড়াই চলমান ছিল।

মুর্শিদাবাদের পথে এভাবে
পশ্চাৎপসারণ ছাড়া নবাব আলীবর্দী খানের বাহিনীর আর কোনো বিকল্প ছিল না।

ইউসুফ আলী খান ছিলেন নবাব আলীবর্দী খানের সমসাময়িক।

তিনি এবং তাঁর পিতা গোলাম আলী খান উভয়েই আলীবর্দী খানের অধীনে উচ্চ পদে চাকরি করেছেন।

তিনি 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহবত জঙ' নামে একটি গ্রন্থে বাংলার নবাব আলিবর্দি খান এবং সিরাজদ্দৌলার সময়ের প্রশাসন, যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৭৬৩-৬৪ সালের দিকে ইউসুফ আলি খান এটি ফার্সি ভাষায় রচনা করেন।

'তারিখ-ই-বাঙ্গালা-ই-মহবত জঙ' গ্রন্থটিকে গবেষকরা গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেন।

ইউসুফ আলি খান নিজেই সেই দিনগুলোতে নবাবের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর লেখায় পাওয়া যায়, নবাবের সৈন্যরা পথে যেখানেই থেমেছে, অনুসরণকারী বর্গী সেনারাও থমকে গিয়েছে।

এমন একটা দূরত্বে তারা অবস্থান করেছে, যেখানে নবাবের বাহিনীর বন্দুকবাজদের গুলি পৌঁছবে না। এছাড়াও তারা চলার পথে নবাব-বাহিনী যাতে কোনও গ্রাম থেকে সাহায্য না পায়, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছে।

নবাব বাহিনীর অবস্থানের আশেপাশের দশ-বারো মাইল বৃত্তে যত গ্রাম ছিল সেগুলোতে তারা অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাট চালিয়েছে।

মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি, ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করতে সত্যিই সক্ষম হয়েছিল।

নবাব বাহিনীর সকলে খোলা আকাশের নিচে, গালিচাহীন বা চাদরহীন মাটিতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নবাব সেনাদের খাদ্যদ্রব্যের সঞ্চয় কমে গিয়েছিল,

যাদের পদাধিকার ছিল বা হাতে কিছু অর্থ ছিল, তারা বড়জোর একবেলার খাবার সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সাধারণ সৈন্যদের খাদ্য ছিল আশেপাশের জঙ্গলের গাছের পাতা আর শেকড় বাকড়। এমনকি ঘাসপাতাও খেতে হয়েছে তাদের।

ইউসুফ আলী খান লিখেছেন, যাত্রার প্রথম দিন তিনি নিজে অনেক কষ্টে একসের খিচুড়ির তিনভাগের এক ভাগ জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা তাঁকে আরোও সাতজনের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়েছিল।

পরদিন তারা সাত টুকরো 'শাকর-পারা' খেয়ে দিন পার করেছিলেন। আর তৃতীয় দিন পেয়েছিলেন
আধসের প্রায় পচা-গলা মাংস।

এভাবে তিনদিন পায় অভুক্ত থেকে
নবাব বাহিনী মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে চতুর্থ দিন কাটোয়ায় পৌঁছেছিল।

কিন্তু দ্রুতগামী মারাঠা অশ্বারোহী দল
তার আগেই কাটোয়ার সমস্ত খামার, গোলাঘর ও গুদাম থেকে যতটা পারে রসদ সংগ্রহ করে নিয়ে অবশিষ্ট রসদ সব পুড়িয়ে দিয়েছিল।

ক্ষুধায় কাতর আলীবর্দীর সৈন্যরা সেই আধপোড়া শস্যকণা দিয়েই ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে শুরু করেছিল।

তবে মুর্শিদাবাদ থেকে ত্রাণসামগ্রী এসে যাওয়ায় তারা আশ মিটিয়ে সেদিন খাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নবাব আলীবর্দীর অনুরোধে, হাজী আহম্মদ ও শাহামাত জং মুর্শিদাবাদ থেকে রসদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী
সাওলাত জংয়ের তত্ত্বাবধানে কাটোয়ায় পাঠিয়েছিলেন।

জ্ঞানে আঁধার

যার ভেতরে সার নেই সেই বস্তু বা বিষয় অন্তঃসারশূন্য হয় অজ্ঞানের অভ্যন্তরে দৃঢ়তা কম হয়ে যায়। ঘর, পরিবার কিংবা সমাজ, সংসার সর্বক্ষেত্রে মানুষের অসমাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ইহাত সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না। অজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাত ও দিন দুই সমান। সেটা অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে অজ্ঞানের কারণে মানুষের উন্নতি হওয়া যেমন সম্ভবপর নয় কারণ চারিদিকে অজ্ঞানী ব্যক্তি,

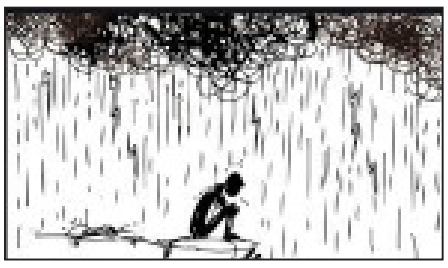

আঁধার থেকে অজ্ঞানের আধারে মানুষ যতদিন থাকে মানুষের বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা অনেক কমে যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে অজ্ঞানের কারণে মানুষের অধঃপতন ঘটে, নৈতিক অবনতি ঘটে আর পরিশেষে ভাগ্য বিরম্বনা ঘটার মতো অবস্থা হওয়া সম্ভাবনা ঘটতে পারে। কানার দিন রাত সবই সমান তেমনি অজ্ঞানী ব্যক্তি যে দিকে তাকায় সব দিকে আঁধার দেখে ঠিক যেন দৃষ্টিহীন মানুষের যে অবস্থা হয় সেই রূপ অবস্থা হচ্ছে অজ্ঞানে আঁধারে থাকা মানুষের। অনেক সময় দেখা যায় কোন সরকারি সংস্থা অথবা ব্যাংকে গিয়ে দেখা যায় কোন ব্যক্তি বাহ্যিক দিক থেকে আপাত দর্শনে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না কিন্তু সেই মানুষের আসল স্বরূপ প্রকাশ পায় যখন ব্যক্তি কর্মস্থলে যায় ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

তবে যাই হোক এ কথা বলা যেতে পারে যে মানুষের জ্ঞান জন্মালে অজ্ঞানে দূরে চলে যায় মানুষ অভিজ্ঞ হয় সেটা কখনো অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে অজ্ঞানে সমাজে পরিবারে যা ঘটে চলেছে সে সব অনুভব করতে পারে না অজ্ঞানের আঁধারে থাকা মানুষ আর জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে আঁধার সম্পর্কে হতে হয় অজ্ঞানের আঁধারে থাকা মানুষের।

রাজীব কুমার সেন

হুগলির ফৌজদার মুহাম্মাদ রাজা খান সে রাতে পানভোজনে ব্যস্ত, সুন্দরী নারীদের নিয়ে তিনি তখন হৈচৈ ফূর্তিতে ডুবে রয়েছেন। বিশ্বস্ত কর্মচারী মীর আবুল হাসান তাঁকে সেইসময় খবর দেয় মীর হাবিব একা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, দুর্গের দরজার বাইরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

মদের প্রভাবে হোক অথবা প্রলোভনের লোভে মুহাম্মাদ রাজা দুর্গের দরজা হাট করে খুলে দিতে বললেন।

মীর হাবিবকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া মাত্র মারাঠারা দ্রুত প্রবেশ করে দুর্গের দখল নিয়ে নেয়, আর নবাবের কর্মকর্তাদের শেকল-বন্দী করে।

হুগলির মানুষ ভয়ে সেই রাতের আঁধারে চুঁচুড়া ও তার আশেপাশের এলাকায় পালিয়ে যায়। কেউ কেউ সরাসরি ওলন্দাজ আর ফরাসিদের গড়ে আশ্রয় নেয়।

পরের দিন সকালে সিস রাও হুগলির মারাঠা-প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হন।

দয়ালু ও নম্র হওয়ার কারণে তিনি কয়েকজন স্থানীয় নাগরিকের সাধুবাদ, অভিনন্দন গ্রহণ করেন।

এদের তিনি শান্তি ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন।

তারপর তিনি কাজী ও মুস্তাজিব সহ অন্যান্য পদাধিকারীদের নিয়োগ করেন।

মীর আবুল হাসানকে হুগলির নতুন ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। ঘোষিত হয় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করবেন তিনিই।

কাটোয়া হয়ে যায় বাংলায় মারাঠাদের রাজধানী স্বরূপ একটি প্রধানকেন্দ্র। আর মীর হাবিব হয়ে গেলেন তাদের প্রধান উপদেষ্টা।

বাংলার বেশ কিছু জমিদার
মীর হাবিবের কাছে নিজেদের প্রতিনিধির মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাদের এলাকায় যাতে মারাঠা উপদ্রবের থেকে রক্ষা পায়, আর্জি জানান।

মুর্শিদাবাদ আক্রমনের ২ মাস পর ১৭৪২ সালের জুলাই মাসে
হুগলি জেলায় বর্গীরা সৈন্য শিবির স্থাপন করে খাজনা আদায় শুরু করে দেয়।

মারাঠাদের কার্যকলাপ কলকাতায় ইংরেজদের কাছেও চরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বিশেষ কাউন্সিল গঠন করেছিল। সেই কাউন্সিল ব্রিটিশদের পণ্য

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ইতিহাসের এক অমূল্য সাক্ষী

পরিবহনের সমস্যা নিরসনে সেইসময় কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল সবিস্তারে ১৭৪২ সালের ৩১ জুলাই কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সের কাছে লিখিতভাবে জানায়।

এই সময় কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়ামের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। এছাড়াও ক্যাপ্টেন হলকোম্বের অধীনে কাশিমবাজারে একটি শক্তিশালী দল পাঠায়, যাতে সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করা যায়। এজন্য পাটনায় ফরিয়েস্টি নামের কোনও এক ইংরেজ প্রকৌশলীকে (ইঞ্জিনিয়ার) খোঁজাখুঁজি শুরু হয়।

কাশিমবাজারে কিছু ঘাঁটি সহ অধীনস্থ কুঠিগুলোকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে মারাঠাদের বাহিনীর একটি অংশ হুগলি নদী পেরিয়ে কলকাতায় ঢোকার চেষ্টা করে, তাদের একটি ছোটো দল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পর্যন্ত উঠতে সক্ষম হয়। কিন্তু কলকাতার কাউন্সিল সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়ায় তারা আর এগোতে পারেনি।

মারাঠারা যাতে হুগলি নদী পেরিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য তৎকালীন সময়ের সবথেকে বড়ো দূরগামী ও বাণিজ্য-পণ্যবাহী নৌকা 'সুলুফ-সুলুক' মাঝা নদীতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এই ধরনের নৌকাগুলো ছিল দূর পাল্লার বাণিজ্য জাহাজ। তুলনায় এক মাস্তুলের ইউরোপীয় বড় জাহাজের মতো। যা সেই সময় কলকাতা, হুগলি, হিজলি বন্দর থেকে মাদ্রাজ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় পণ্য নিয়ে চলাচল করত।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কলকাতার ইতিহাসের এক অমূল্য সাক্ষী। বরাবর এটি সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গিয়েছে। মানে রাখা হয়েছে। ব্রিটিশরা রেখেছিল, স্বাধীন ভারতের পরিচালকরাও রেখেছেন।

হুগলি নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত এই বিশাল সামরিক দুর্গের নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৬৯৬ সালে। ব্রিটিশ শাসক তৃতীয় উইলিয়ামের নামে নামকরণ করা এই দুর্গ ব্রিটিশদের ভারতের প্রথম শক্ত ঘাঁটি।

প্রায় ৭০.৯ একর জায়গা নিয়ে এই স্থাপত্যকীর্তি শত শত খিলানযুক্ত জানালা এবং সবুজ বাগানঘেরা পরিবেশে সত্যিই অনন্য। সূক্ষ্ম কারুকাজ আর দৃঢ় নির্মাণশৈলী সেদিনের স্থপতিদের অসামান্য কাজের নিদর্শন।

যদিও প্রথম দিকের কাঠামোয় বেশ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ায় পরবর্তী সময়ে রবার্ট ক্লাইভের উদ্যোগে নতুন একটি অষ্টভুজাকার দুর্গ নির্মিত হয়।

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে

একসময় এখানে বন্দীদের আটক রাখা হতো, যার ফলে জায়গাটি 'কলকাতার কৃষ্ণগহ্বর' নামে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়াম ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বকমান্ডের সদরদপ্তর। এখানে প্রায় ১০,০০০ সেনা আধিকারিক অবস্থান করতে পারেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে দুর্গের অভ্যন্তরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইরান ছাড়ুন'! ন'দিনের মাথায় দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি বিদেশ মন্ত্রকের, নাগরিকদের পাঁচ দফা পরামর্শ ভারতীয় দূতাবাসেরও, কী বার্তা

নয়াদিল্লি ঃ ইরান নিয়ে ফের বিজ্ঞপ্তি জারি করল ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। পশ্চিম এশিয়ার দেশটির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নয়াদিল্লি প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছিল গত ৫ জানুয়ারি। ন'দিনের মাথায় বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ফের ইরান নিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করলেন।

বুধবারের বিজ্ঞপ্তি সংক্ষিপ্ত। বলা হয়েছে, ''ইরানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি দেখে ভারতীয় নাগরিকদের আবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এ বিষয়ে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ওই দেশে যাবেন না। বিদেশ মন্ত্রকের গত ৫ জানুয়ারির উপদেশাবলিও দেখতে বলা হচ্ছে।'' একই সঙ্গে ইরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকেও একটি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। যাঁরা এখন ইরানে আছেন, তাঁদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে পাঁচ দফা পরামর্শ। বলা হয়েছে, ''ভারতীয় নাগরিকেরা অবিলম্বে যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ুন।'' দূতাবাস জানিয়েছে, পরিবহণের যে মাধ্যম পাওয়া যাবে, তাতেই ভারতীয়দের দেশে ফেরা উচিত। ভ্রমণ বা অভিবাসন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রও সবসময় তাঁদের সঙ্গে রাখতে বলা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে তৈরি হওয়া উত্তেজনার আবহে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ফোন করেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। আলোচনার কথা জানিয়ে বুধবার জয়শঙ্কর এক্স পোস্টে লিখেছেন, ''ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচির কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছি। আমরা ইরান এবং তার আশপাশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি।''

আগের বিজ্ঞপ্তিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছিল, ইরানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি কিছুটা অস্থিতিশীল। এর ফলে সেখানে যে কোনও ভ্রমণকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। একান্ত প্রয়োজন না-থাকলে এখন ইরান ভ্রমণ এড়ানোই ভাল। বিশেষত, পর্যটন, ব্যবসার মতো 'গুরুত্বহীন' ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের।

গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ইরানে বিক্ষোভ চলছে। প্রাথমিক ভাবে দেশে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছিলেন। পরে ক্রমশ তা ইরানের ধর্মীয় শাসন এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় শাসক আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রশাসন কঠোর হাতে বিদ্রোহীদের দমন করছে। অভিযোগ, কঠোর দমননীতির কারণে ইরানে মৃতের সংখ্যা আড়াই হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হলে ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকাও কঠোর পদক্ষেপ করবে। সেনা অভিযানও চালানো হতে পারে। শীঘ্রই ইরানের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের বার্তাও দিয়েছিলেন ট্রাম্প।

ইরানের পরিস্থিতি, অস্থিরতা এবং আমেরিকার বার্তা নিয়ে ভারত কোনও মন্তব্য করেনি। কেবল ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে। দূতাবাসের পরামর্শগুলির মধ্যে রয়েছে

প্রথমত, ভারত সরকারের ৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে ইরান ছাড়া উচিত। ছাত্রছাত্রী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী বা পর্যটক, সকলকে এই উপদেশ মানতে বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ইরানে ভারতীয় যাঁরা আছেন, তাঁদের সাবধানে থাকতে হবে। বিক্ষোভ, আন্দোলনের এলাকাগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে খবরাখবর নিতে হবে এবং ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, ইরানে উপস্থিত ভারতীয়দের ভ্রমণ বা অভিবাসন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রও সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে।চতুর্থত, ভারতীয় দূতাবাস যে হেল্পলাইন নম্বরগুলি জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশ করেছে, সেগুলি সঙ্গে রাখতে হবে এবং যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে হবে। একটি ইমেল আইডিও প্রকাশ করা হয়েছে।

পঞ্চমত, ইরানে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা এখনও দূতাবাসে নথিভুক্ত নন, তাঁদের অবলিম্বে ওই কাজ সেরে রাখতে বলা হয়েছে। দূতাবাসের ওয়েবসাইটে গেলেই এই সংক্রান্ত লিঙ্ক পাওয়া যাবে। যাঁরা ইন্টারনেটের কারণে তা করতে পারবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের এই কাজ করে রাখতে বলা হয়েছে।

ব্লিঙ্কইট-এর পথ অনুসরণ করল আরও তিন ই-কমার্স সংস্থা ! দাবি বিজ্ঞাপন বাতিলের

নয়াদিল্লি ঃ এ বার ব্লিঙ্কইট-এর পথে হাঁটল বাকি ই-কমার্স সংস্থা জেপ্টো, সুইগি এবং ফ্লিপকার্ট। তাদের দাবি, এ বার থেকে আর ১০ মিনিটের মধ্যে জরুরি পণ্য বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিজ্ঞাপন দেবে না! কেন্দ্রের আপত্তি এবং গিগ কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ই-কমার্স সংস্থাগুলি।

এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, সম্প্রতি ব্লিঙ্কইট, জেপটো, জোম্যাটোর মতো ই-কমার্স সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মান্ডবীয়। ওই বৈঠকেই তিনি ১০ মিনিটে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার যে দাবি করে থাকে এই সংস্থাগুলি, তা নিয়ে আপত্তি জানান। এই দাবি সংবলিত বিজ্ঞাপন বন্ধ করারও 'পরামর্শ' দেন তিনি। তবে কেন্দ্রের তরফে এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে লিখিত কোনও নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি।

সরকারি নির্দেশিকা না-থাকলেও মন্ত্রীর 'পরামর্শ' মেনে ১০ মিনিটে ডেলিভারির দাবি সংবলিত বিজ্ঞাপন না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রথমে নেয় ব্লিঙ্কইট। এর পর বৈঠকে অংশ নেওয়া অন্য ই-কমার্স সংস্থাগুলিও জেপ্টো, সুইগি এবং ফ্লিপকার্ট এই পথ অনুসরণ করে। জানা গিয়েছে, নিজেদের কোনও বিজ্ঞাপনে আর ১০ মিনিটে পণ্য ডেলিভারি করার দাবি করবে না ব্লিঙ্কইট।

গিগ কর্মীদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্লিঙ্কইট-সহ বাকি ই-কমার্স সংস্থাগুলি। অনেক সময়েই দ্রুত পণ্য ডেলিভারি করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত গতিতে বাইক ছোটান গিগ কর্মীরা। এর ফলে অনেক সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে সংসদেও সরব হয়েছিলেন বেশ কয়েক জন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অরবিন্দ কেজরীওয়ালের দলের (আপ) রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চড়া।

প্রসঙ্গত, মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষার মতো অধিকারের দাবিতে গত ২৫ ডিসেম্বর এবং ১ জানুয়ারি দেশ জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন গিগ কর্মীরা। তবে সেই ধর্মঘটের তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 'পরামর্শের' নেপথ্যে এই ধর্মঘটের একটা প্রভাব থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

পাকিস্তানকে ফের নিশানা সেনাপ্রধানের

সিঁদুর অভিযান ভারতের দৃঢ় সংকল্প এবং পেশাদারি উৎকর্ষের প্রতিফলন !

নয়াদিল্লি ঃ অপারেশন সিঁদুর ছিল এমন এক সামরিক অভিযান যা ভারতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব এবং সংযমকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে। একই সঙ্গে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর নৈতিক জোর এবং পেশাদারি উৎকর্ষেরও প্রতিফলন এই অভিযান। এমনটাই জানালেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।বুধবার দিল্লিতে এনসিসি-র এক শিবিরে বক্তৃতা করেন সেনাপ্রধান। সেখানেই সিঁদুর অভিযানে ভারতের সাফল্য বর্ণনা করেন তিনি। জেনারেল দ্বিবেদীর কথায়, ''অপারেশন সিঁদুর ছিল ভারতের দৃঢ় সংকল্প এবং সংযমের এক দৃষ্টান্ত। এটি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নৈতিকতা এবং পেশাদারি উৎকর্ষকে তুলে ধরে। একই সঙ্গে দেশের তরুণদেরও নৈতিক জোরকে তুলে ধরে।''

সিঁদুর অভিযান নিয়ে মঙ্গলবারই পাকিস্তানকে সাবধান করে দিয়েছেন তিনি। সেনাপ্রধান স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন সিঁদুর অভিযান এখনও চলছে। শত্রুপক্ষ কোনও ধরনের অনিষ্ট পাকানোর চেষ্ট করলে তার কড়া জবাব দেওয়া হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেন তিনি। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছাকাছি সন্দেহজনক কিছু ড্রোন উড়তে দেখা যায়। তার পরেই সেনাপ্রধানের এই হুঁশিয়ারি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গত বছরের এপ্রিলে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। জঙ্গিদের ওই হত্যালীলায় নিহত হন ২৬ জন। তাঁদের মধ্যে ২৫ জনই পর্যটক। এক জন ছিলেন স্থানীয় কাশ্মীরি যুবক। ওই হত্যালীলার জবাবে ৭ মে ভোরে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটিগুলিকে চিহ্নিত করে হামলা চালায় ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। শুরু হয় অপারেশন সিঁদুর। ওই অভিযানে অন্তত ১০০ জঙ্গি নিহত হয়। এর পরে চার দিন ধরে সামরিক সংঘর্ষ চলে ভারত এবং পাকিস্তানের।

মঙ্গলবার ভারতীয় সেনার এক বার্ষিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান জানান, গত বছরের এই অভিযান দেশের কৌশলগত পরিকল্পনাগুলিকে নতুন ভাবে সাজাতে সাহায্য করে। ইসলামাবাদ নিজেদের পারমানবিক শক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে ভাবে রঙ চড়িয়ে কথা বলে আসছিল, তা-ও বেআব্রু করে দিয়েছে ভারতের এই সামরিক অভিযান। মঙ্গলবার বক্তৃতার সময়ে জেনারেল দ্বিবেদী এ-ও স্পষ্ট করে দেন, সিঁদুর অভিযানের সময় পাকিস্তানে স্থল অভিযানের (গ্রাউন্ড অপারেশন) জন্যও সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল সেনা। পাকিস্তান যদি কোনও রকম ভুলচুক করত, তা হলে তার বড় মাসুল চোকাতে হত তাদের।

অন্য দিকে দিল্লিতেই অপর এক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ স্মরণ করেন চার দশক আগে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনার পবন অভিযানের কথা। অপারেশন পবনে ভারতীয় বাহিনীর অবদানের কথা যাতে কেউ না ভুলে যান, সেই অনুরোধ করেন তিনি। বস্তুত ওই সময়ে শ্রীলঙ্কায় শান্তি ফেরানোর জন্য ভারতীয় শান্তিরক্ষা বাহিনীকে পাঠানো হয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্রে। সেই প্রসঙ্গ টেনে রাজনাথ বলেন, ''তৎকালানী সরকার শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনা পাঠানোর যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমি সেই বিতর্কে যেতে চাই না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, অপারেশন পবনে যোগ দেওয়া আমাদের প্রত্যেক জওয়ানের অবদানকে সম্মান জানানো উচিত।''

ছোবল খেয়ে বিষাক্ত সাপ নিয়ে হাসপাতালে রিকশাচালক! জ্যাকেট থেকে বার করতেই ছড়াল আতঙ্ক, ভাইরাল ভিডিয়ো

নয়াদিল্লি ঃ তর্জনীতে সাপ কামড়িয়েছে। বিষাক্ত সেই সাপকে জ্যাকেটের মধ্যে পুরেই হাসপাতালে পৌঁছোলেন যুবক। চিকিৎসায় দেরি হওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশও করলেন। এমনকি সাপটিকে জ্যাকেট থেকে বার করেও দেখান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে হইচই পড়ে যায় হাসপাতাল চত্বরে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের মথুরায়। সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়োটি। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাপের ছোবল খাওয়া ওই যুবকের নাম দীপক। ৩৯ বছর বয়সি দীপক পেশায় ই-রিকশা চালক। সোমবার বাঁ হাতের তর্জনীতে একটি বিষাক্ত সাপের ছোবল খান তিনি। জরুরি চিকিৎসার জন্য সাপটিকে জ্যাকেটে পুরে মথুরা জেলা হাসপাতালে যান তিনি। সেখানেই ওই দৃশ্য দেখা যায়।

ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক যুবক। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে সাপের ছোবল দেওয়ার জায়গা দেখান তিনি। এর পর জ্যাকেটের চেন খুলে বার করে আনেন বিষাক্ত সাপটিকে। চিকিৎসায় দেরি হওয়ার কারণে এর পর চেঁচামেচিও করতে দেখা যায় তাঁকে। সেই ভিডিয়োই প্রকাশ্যে এসেছে।জানা গিয়েছে, দীপক হাসপাতালের বাইরে ১.৫ ফুট লম্বা সাপটিকে জ্যাকেট থেকে বার করতেই হাসপাতাল চত্বর জুড়ে হইচই পড়ে যায়। চাঞ্চল্য ছড়ায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা। সাপটি দেখার পর তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট নীরজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তিকে সাপটিকে বাইরে ছেড়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে আকাশসীমা বন্ধ করে রাখল ইরান ! প্রভাব উড়ান পরিষেবায়, কাতারে আমেরিকার তৎপরতার জেরেই কি সিদ্ধান্ত?

নয়াদিল্লি ঃ নিজেদের আকাশসীমা পাঁচ ঘণ্টার জন্য বন্ধ রাখল ইরান। বুধবার বেশি রাতের দিকে প্রথমে প্রায় দু'ঘণ্টার জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে তারা। পরে তা আরও বৃদ্ধি করা হয়। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আকাশসীমা বন্ধ রাখে তেহরান। যদিও ইরানে যাতায়াতের জন্য যে আন্তর্জাতিক বিমানগুলির নির্দিষ্ট অনুমতি রয়েছে, সেগুলির ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশ কোনও বাধা ছিল না।কী কারণে আচমকা এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার কোনও ব্যাখ্যা দেননি তেহরানের কর্তৃপক্ষ। তবে পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটিতে গত দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমেরিকা ফের সে দেশে সামরিক অভিযান চালাতে পারে, এমন আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেয় ইরান। দুই ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই উত্তেজনার পরিস্থিতিতে তেহরানের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।ইরানের আকাশসীমা আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রভাব পড়ে ভারতীয় উড়ানসংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক পরিষেবাতেও। এয়ার ইন্ডিয়া ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি জারি করেছে। তারা জানিয়েছে, ইরানের আকাশসীমা বন্ধ হওয়ার ফলে ইরানের উপর দিয়ে যে বিমানগুলির যাওয়ার কথা ছিল, সেগুলিকে বিকল্প পথে চলাচল করাতে হচ্ছে। এর ফলে বিমানগুলির গন্তব্যে পৌঁছোতে কিছুটা দেরি হতে পারে বলে যাত্রীদের আগাম জানিয়ে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। যে বিমানগুলিকে এই মুহূর্তে বিকল্প পথে ওড়ানো সম্ভব হচ্ছে না, সেগুলিকে আপাতত বাতিল করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে উড়ানসংস্থা। ইরানের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ইন্ডিগোও। তারাও জানিয়েছে, ইরানের আকাশসীমা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা প্রভাবিত হতে পারে।বস্তুত, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আমেরিকার সেনাঘাঁটি রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল কাতারের আল উদেইদ ঘাঁটি। এই বিমানঘাঁটিকেও ব্যবহার করে মার্কিন বাহিনী। বুধবারই সন্ধ্যায় খবর ছড়ায়, বেশ কিছু কর্মীকে কাতারের ওই ঘাঁটি ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কারণ, গত বছরের জুনে ইরানে মার্কিন হানার আগেও একই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়েও কাতারের বিমানঘাঁটি থেকে বেশ কিছু অসামরিক কর্মী এবং পরিবারকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকা। ঘটনাচক্রে, ঠিক তার পরেই ইরানের তিন পরমাণুকেন্দ্রে বোমারু বিমান দিয়ে হামলা চালিয়েছিল মার্কিন বাহিনী।

ইরানের নির্বাসিত যুবরাজের কি দেশশাসন করার ক্ষমতা আছে? খামেনেই-বিরোধী নেতাকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় ট্রাম্প

নয়াদিল্লি ঃ ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ রেজা পাহলভির কতটা জনসমর্থন রয়েছে, তা নিয়ে সংশয়ী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানে গত দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে গোঁড়া ধর্মীয় শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভকারীদের প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন ট্রাম্প নিজেও। তবে পাহলভি ক্ষমতা দখলের জন্য ইরানের মানুষের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সমর্থন পাবেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত নন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।

ইরানের প্রাক্তন শাসক রেজা শাহ পাহলভির পুত্র যুবরাজ পাহলভি। ৬৫ বছর বয়সী যুবরাজ বর্তমানে আমেরিকায় থাকেন। ১৯৭৯ সালে তেহরানে ইসলামিক বিপ্লবে তাঁর পিতা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে থেকেই তিনি ইরানের বাইরে বাস করছেন। তবে বর্তমানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অন্যতম কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন যুবরাজ পাহলভি।

ইরানে পাহলভির ডাকা গণপ্রতিবাদে রাস্তায় নামেন হাজার হাজার মানুষ। চাপের মুখে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করতে বাধ্য হয় খামেনেইয়ের প্রশাসন। তবে পাহলভিকে একজন 'ভাল মানুষ' বলে মনে করলেও ইরানের অভ্যন্তরে তাঁর কতটা গ্রহণযোগ্য রয়েছে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন ট্রাম্প। রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের নির্বাসিত যুবরাজ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ''তাঁকে দেখে খুব ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু আমি জানি না তিনি নিজের দেশে (ইরানে) কেমন ভূমিকায় থাকবেন। আসলে আমরা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছোইনি।'' ট্রাম্প আরও বলেন, ''আমি জানি না ইরান তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবে কি না। যদি তাঁরা (ইরানের সাধারণ মানুষ) মেনে নেন, তবে আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।'' ইরানে খামেনেই বিরোধী গণবিক্ষোভে শুরু থেকে সমর্থন জুগিয়ে আসছেন ট্রাম্প। বার বার প্রকাশ্যে বিক্ষোভকারীদের সমর্থন করেছেন। তাঁদের সাহায্য পাঠানোর কথা বলেছেন। এমনকি ইরান বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিলে, তার পরিণাম নিয়েও সাবধান করে দিয়েছেন খামেনেইদের। কিন্তু এই অবস্থাতেও পাহলভিকে পূর্ণ সমর্থন জানানো নিয়ে দ্বিধায় রয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ইরানের এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহেই ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, পাহলভির সঙ্গে তাঁর দেখা করার কোনও পরিকল্পনা নেই। যদিও পরে এমনটাও শোনা যায়, ট্রাম্পের কোনও দূত ইরানের নির্বাসিত যুবরাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে আসেনি। এরই মধ্যে এ বার পাহলভির নেতৃত্বদানের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। পাহলভির সঙ্গে ট্রাম্পের দূতের সাক্ষাতে কি তা হলে এমন কিছু উঠে এসেছে, যা ট্রাম্পকে এমনটা ভাবতে বাধ্য করছে? যদিও কেন পাহলভির প্রসঙ্গে ট্রাম্প এমন মনে করেন, তা ওই সাক্ষাৎকারে খোলসা করেননি তিনি।

তিন বছরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৪ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে রাজ্যে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন: সাংসদ বিপ্লব

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। গত তিনবছরে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে মোট ১৪ কোটি ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৬৮ টাকা ব্যয় করে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প সম্পন্ন করেছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন সময়, ও বর্তমানে লোকসভার সাংসদ হওয়ার পর এই অর্থের মাধ্যমে রাজ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন তিনি। তার মধ্যে রাজ্যের ১৯ টি বিদ্যালয় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, কমিউনিটি সেন্টার, মার্কেট শেড, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার বিল্ডিং, যোগা কেন্দ্র, ইনডোর হল, অ্যাম্বুলেন্স সহ ওপেন জিম রয়েছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। তিনি জানান রাজ্যসভার সাংসদ থাকাকালীন, তিনি মোট ১৩টি প্রজেক্টে ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৯১ টাকা ব্যয় করে রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন। পরবর্তী সময়ে লোকসভার সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৭টি প্রকল্পে মোট ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৬৮ টাকা খরচ করেছেন বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে। ২০১৫ত্ত২৬ অর্থ বছরে ১৫ টি প্রকল্পে সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে খরচ হয়েছে ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭০৯ টাকা। সাংসদ আরও জানান, গত লোকসভা অধিবেশন ১- ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। সেই অধিবেশনে মোট ৫৬ টি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মধ্যে ১১ টি প্রশ্ন গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল স্টার প্রশ্ন। সেটি হল স্কলারশিপ স্কিম ফর ট্রাভেলস। এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তিনি লোকসভা অধিবেশনে। বাকি ১০ টি প্রশ্নের রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন ছিল। রাজ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এদিন সাংসদ বলেন, পিএম রিলিফ ফান্ড থেকে ১৪ টি পরিবারের ১৪ সদস্যকে ৩২ লক্ষ ৪০ হাজার ২৫৯ টাকা সাহায্য প্রদান করা হয়েছে বিগতদিনে। এছাড়াও রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থাও। সাংসদ বলেন, ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে নতুন বছরের শুরুতে। আগরতলা-ধর্মনগর- আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেনে আধুনিক সুবিধাযুক্ত এলএইচবি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এই সফর জনসাধারণের জন্য আরও বেশি করে আরামদায়ক ও স্বাচ্ছন্দকর হয়েছে। উন্নত কোচে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের স্টেশনগুলির মান উন্নয়ন ঘটছে। আগে স্টেশনগুলি যথেষ্ট জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের প্রত্যেকটি রেল স্টেশন যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাজ্যের রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। সেই বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে সেই সকল আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সাংসদ। এছাড়াও রাজ্যে বিপুল পরিমাণ পোল্ট্রি মুরগির চাহিদা রয়েছে। সেই চাহিদার জোগান দিতে উড়িষ্যা থেকে পোল্ট্রি ফার্মিং এর জন্য মুরগির ছানা বিমান পথে আনা হতো রাজ্যে। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। ফলে সড়কপথে ছানাগুলি রাজ্যে আনা হলে স্বাভাবিকভাবেই মাংসের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদিকে যাতায়াতের সময় প্রচুর ছানা নষ্ট ও হচ্ছে, ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাই সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় বিমান পরিবহনমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বিমান পথে এই পরিষেবা পুনরায় চালু করার আবেদন জানিয়েছেন। এর ফলে রাজ্যে পোল্ট্রি ফার্মিং এর ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

বিশালগড়ে রাজনীতির আড়ালে বেড়েছে মাফিয়া গিরি

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। কালের পর কাল পরিবর্তন হলেও বিশালগড় নিয়ে মানুষের মনে যে ভয় ভীতি ও মনোভাব কায়েম রয়েছে তার বদল ঘটেনি। জোট আমল থেকে শুরু করে আজ অব্দি একই জায়গায় সেই বিশালগড়। অপরাধ ও গুণ্ডামির ধরন বদলেছে কেবল। আর কিছুই বদলায় নি। পুলিশ তখনও রাজনৈতিক নেতা ও তাদের চাটুকার দের হাতের পুতুল ছিল আজো তাই আছে। বিশালগড়ে বিগত কয়েক বছরে মাফিয়াগিরি যেন অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে। এখন আর প্রকাশ্যে কাউকে তাড়া করে কুপিয়ে হত্যা না করা হলেও, দিনের আলোয় বাড়ি ঘরে হামলা চালানো, সবার আড়ালে মানুষের মাঝে ত্রাস বজায় রাখতে কতিপয় চুনোপুটি নেতাদের বাড়বাড়ন্ত চলে অহরহ। রাস্তা পেরুতে গিয়ে মিষ্টি দোকানের কারিগর এর মৃত্যু হয় বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায়। কিন্তু পাড় পেয়ে যায় দোষী। উল্টে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা দিয়ে কিনে আনা হয় নকল গাড়ি চালক। শাসক দলীয় নেতা হবার সুবাদে দিনের পর দিন রেশনে তালা ঝুলিয়ে বউ ছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান রেশন ডিলার। আর সেই নিয়ে খবর প্রচার করলে পাল্টা ধাওয়া দেওয়া হয় সংবাদ কর্মীকে। নিজ বাড়িতে নিগৃহীত হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন সংবাদ কর্মী। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে পুলিশের উপর চাপ দেওয়া হয় যেন মামলা শিথিল করে দেন তারা। শুধু এই অব্দিই সীমিত নয়। বিশালগড়ে উন্নয়নের নামে যে অর্থ লুট চলছে, রাস্তা সংস্কারের নামে ঠিকেদার যে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছে সেই নিয়েও খবর প্রচার করা যায়না। করলেই আপনি শত্রু। আর এই সমস্ত অরাজকতা কায়েম রাখছে বিশালগড়ে প্রভাবশালী কিছু চুনোপুঁটি শাসক গোষ্ঠীর নেতা। যাদের দৌলতে খোদ জনপ্রতিনিধির নাম কালিমালিপ্ত হলেও উনার ভ্রূক্ষেপ নেই। তবে এই অরাজকতা চলবে কতদিন ? কতদিন মানুষ এই অন্যায় সহ্য করবেন ? সুশাসনের ঢাক ঢোল পিটিয়ে আড়ালে আবডালে যে দুর্নীতি আর মাফিয়া রাজ কায়েম রাখা হচ্ছে তার খেসারত কিন্তু গুনে গুনে দিয়ে যেতে হবে। সময় এক থাকে না। এই সময় এর বদল ঘটলে মুখ লুকাবেন কোথায় তথাকথিত সমাজ সেবক হিসেবে পরিচয় দেওয়া সেই গুন্ডা মাফিয়ারা ?

মোহনপুরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ই-লবি উদ্বোধন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দাবি কৃষিমন্ত্রীর

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। গত সাত বছরে রাজ্যের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছেএমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক-এর উদ্যোগে মোহনপুর বাজারে ই-লবি'র শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। মন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে মোহনপুর বাজারে স্থাপিত এই ই-লবি'র মাধ্যমে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা টাকা তোলা যাবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রাহকরা এখান থেকেই টাকা জমা দিতে এবং পাসবুক আপডেট করাতে পারবেন। ফলে ব্যাংক শাখায় ভিড়ের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমবে বলে জানান তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াতে রাজ্যের মোট জমা রয়েছে ১৩ হাজার ৯৪২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের রাজ্যজুড়ে ১৫০টি শাখায় মোট জমা ১০ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা। শুধু মোহনপুর এলাকাতেই ২৮ হাজার ৬২৮ জন গ্রাহক প্রায় ৫৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন। সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সাত বছরে রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এখন খাদ্যের জন্য চিন্তা করতে হয় না, প্রায় প্রত্যেকেরই পাকা ঘর রয়েছে, ছাত্রছাত্রীরা উন্নত শিক্ষা পাচ্ছে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাও আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আধিকারিকরা এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষ।

মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যায় ৮০ উর্ধ বৃদ্ধা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার জিরানিয়ায়

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। *মকর সংক্রান্তির সন্ধ্যায় জিরানিয়া থানার অধীন চম্পকনগর পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত সিতান কোবরা পাড়ায় নিজ ঘর থেকে লবারুন দেববর্মা নামে এক ৮০ উর্ধ বৃদ্ধা মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায় লবারুন দেববর্মার কোনো সন্তান নেই,তাকে দেখার মতোও কেউ নেই,তাই উনাকে স্থানীয় শচীন দেববর্ম নামে এক ব্যক্তি নিজের এক বাড়িতে থাকতে দেন এবং তিনিই মৃতার দেখা শোনা করেন। পেনশনে জীবন কাটানো লবারুন দেববর্মাকে পৌষ সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় যখন খাবার দিতে যান শচীন দেববর্মা তখন লবারুণ দেববর্মার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখেন।এবং খবর দেন পুলিশে।ঘটনাস্থলে আসেন বিশাল পুলিশ বাহিনী,প্রাথমিক তদন্তের পর পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান মহিলাকে খুন করা হয়েছে এবং খুনিকে ধরতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে অবশেষে লিটন দেববর্মা নামে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জিরানিয়া থানার পুলিশ। যদিও পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি তবে পুলিশ জানায় তদন্তের স্বার্থে তাকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় জিরানিয়া থানা কেইস নম্বর ২০২৬/০০৩ তারিখ ১৪/০১/১০২৬, ইউ/এস ১০৩(১) অব বিএনএস ২০২৩ ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এই খুন কাণ্ডে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে শীঘ্রই বলে দাবি করেন পুলিশ।*

অসম নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। সামনেই অসমের বিধানসভা নির্বাচন। যেকোনো শুভ কাজ শুরু আগে মায়ের আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়। তাই ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের দর্শনের জন্যেই এই রাজ্য সফর। আজ রাজ্যে এসে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পুজো দিতে গিয়ে একথা বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বৃহস্পতিবার রাজ্য সফরে এসেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বিকেলে আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী কিশোর বর্মন, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যসহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। রাজ্য সফরের অংশ হিসেবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুর-এ অবস্থিত ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে চলে যান। সেখানে গিয়ে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়েছেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মায়ের মন্দিরে আসার কোনো কারণ হয়না, দর্শনের উদ্দেশ্যেই তিনি মায়ের মন্দিরে এসেছেন। নতুন রূপে মাতাবাড়ি সেজে উঠার পর এই প্রথম তিনি মাতাবাড়িতে এসেছেন। এরজন্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এতো সুন্দর মায়ের মন্দির গড়ে তোলার জন্যে। তিনি আরো বলেন, সামনেই অসমের নির্বাচন, তার আগে যেকোনো শুভ কাজ শুরুর আগে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহন করেন তিনি, সেই লক্ষ্যেই আজকে তিনি মাতাবাড়ীতে দর্শন করেছেন। তবে এই সফরে রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে তিনি আলোচনায় বসবেন না বলেও জানান। তাঁর কথায়, সামনেই অসমের নির্বাচন, এই মুহূর্তে তিনি ত্রিপুরার রাজনীতি নিয়ে ভাবছেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আজ তিনি রাজ্যেই অবস্থান করবেন। আগামীকাল সকালে তিনি অসমের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহী, দাবি তিপ্রা মথার

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আগ্রহীমুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনই দাবি করল তিপ্রা মথার নেতৃত্ব। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব জানায়, বুধবার তিপ্রা মথার পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। ওই বৈঠকে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়সহ একাধিক ইস্যুতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিপ্রা মথা নেতৃত্বের দাবি, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে তিনি ইতিবাচক ও আগ্রহী। এই সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার, সিবিএসই ও আইসিএসই-কে চিঠি পাঠিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত সেসব সংস্থার কাছ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি বলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি তিপ্রা মথা নেতৃত্বকে দিল্লিতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী আগামী মাসে তিপ্রা মথার একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে গিয়ে সিবিএসই ও আইসিএসই-র চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়। তিপ্রা মথা নেতৃত্বের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ককবরক ভাষায় রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহারের বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা স্পষ্ট হয়েছে। এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শরিক দলের বিরুদ্ধে শাসকদলের বিভিন্ন মন্তব্য ঘিরেও আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিপ্রা মথা নেতৃত্ব। তারা দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এগুলি রাজনীতির বিষয়। রাজনীতির খাতিরে শরিক দলের বিরুদ্ধে একাধিক মন্তব্য করা হয়। তবুও তিপ্রা মথার নেতৃত্বগণ বিভিন্ন বিস্ফোরক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিকে ককবরক/কাউ-ব্রু ভাষার জন্য রোমান লিপি ব্যবহারের দাবিতে রাজ্য সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারকলিপিও পেশ করেছে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে এই স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার কাছে পাঠানো হয়েছে। স্মারকলিপিতে তিপ্রা মথার মন্ত্রী, বিধায়ক ও এমডিসিদের স্বাক্ষর রয়েছে। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ককবরক/কাউ-ব্রু ভাষার জন্য রোমান লিপি গ্রহণ করা সংবিধানসম্মত অধিকার। এতে বলা হয়, রোমান লিপি অস্বীকার করা হলে তা ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ২৯(১) ও ৩৫০এ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী, যেখানে মাতৃভাষা, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্মারকলিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে ১৯৭৯ সালেই ককবরক ভাষা রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই ককবরকভাষী জনগোষ্ঠী রোমান লিপি ব্যবহারের দাবি জানিয়ে আসছে।

এমপিডবলু পদে নিয়োগ নেই, হতাশায় ভুগছেন বেকারেরা

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। *৮ বছর ধরে চাকরীর প্রত্যাশা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন এমপিডবলু তথা মাল্টি পারপাস ওয়ার্কার এর চাকুরী প্রত্যাশীরা। কিন্তু আজ অব্দি তাদের ভাগ্যে চাকরি জোটেনি। কেবল ৯৮ জন কে নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ এখনো শুন্য পদ পরে আছে বহু। এদিকে রাজ্য সরকার দাবী করছেন যে তাদের আমলে নাকি কাউকে আন্দোলন করে চাকরি পেতে হচ্ছে না। কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে সেটা ধরা পরছে প্রায় রোজই। বৃহস্পতিবারে ও মুখ্যমন্ত্রীর নিজ দপ্তর স্বাস্থ্য দপ্তরের ফটকের বাইরে দাড়িয়ে আন্দোলনে মুখর হলেন এমপিডবলু চাকুরী প্রত্যাশীরা। টানা ৮ বছর ধরে চাকরীর আশায় বসে থেকে বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। এই ৮ বছরে ১০ থেকে ১৫ বার দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রায় ১২০০ শুন্য পদ থাকা সত্বেও নিয়োগ করা হচ্ছে না। সাম্প্রতিক কালে স্বাস্থ্য দপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে ব্যপক অব্যবস্থাপনার ছবি ধরা পরেছে। এদিকে বিপুল পরিমান শুন্য পদ থাকা সত্বেও নিয়োগ নেই। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আন্দোলনে নেমেছেন চাকুরী প্রত্যাশীরা। তারা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে প্রতি বছরই এমপিডবলু পদে নিয়োগ করা হত। কিন্তু বিগত ৮ বছরে একবার ও নিয়োগ হয়নি। শেষ বার মাত্র ৯৮ জন কে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাই এদিন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নিকট করজোড়ে নিয়োগের জন্যে আবেদন জানাতে দেখা গেল তাদের। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এই সমস্যা সমাধানের আর্জি নিয়ে বহুবার তারা দেখা করার চেষ্টা ও করেছেন।কিন্তু দেখা না পেয়ে অবশেষে এদিন উনার ছবির সামনেই হাত জোর করে হাটু গেরে বসে নমস্কার করতে দেখা গেল তাদের। বেকার যুবক যুবতিদের একটাই প্রশ্ন, আর কতদিন অপেক্ষা করবেন তারা ? এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের বেহাল দশা ফেরাতে সরকারই বা কতদুর ততপর সেই নিয়েও থাকছে প্রশ্ন।*

শিক্ষক—কর্মচারী নিয়োগ ও স্থির বেতন নীতিকে অসাংবিধানিক আখ্যা, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকরের দাবিতে প্রদেশ কংগ্রেস

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। শিক্ষক---কর্মচারীদের নিয়োগ ও বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন ও বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল প্রদেশ কংগ্রেস। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের শিক্ষক ও কর্মচারীদের স্থায়ী বেতন ও চাকরির অধিকার নিশ্চিত না করে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি দীর্ঘসূত্রিতায় ফেলে রেখেছে।

সংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, গত ৮ জানুয়ারি রাজ্যের মাননীয় উচ্চ আদালত পূর্বতন সরকার ও বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষক---কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। কংগ্রেসের অভিযোগ, ২০০১ ও ২০০৪ সালে তৎকালীন সরকারের গৃহীত নীতির ফলে স্থির বেতন ও পাঁচ বছর মেয়াদি চাকরির যে ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে অসাংবিধানিক ও শ্রমিক---স্বার্থবিরোধী।

তিনি আরো বলেন, যেসব শিক্ষক ও কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে স্থির বেতনে কাজ করছেন, তাঁদের নিয়মিত বেতনক্রম, বকেয়া ডিএ এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ---সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই সকল কর্মীদের অধিকার সুরক্ষিত করা সরকারের দায়িত্ব ছিল।

প্রদেশ কংগ্রেস আরও দাবি করেছে, স্থায়ী নিয়োগ না করে চুক্তিভিত্তিক ও স্থির বেতনের মাধ্যমে চাকরি প্রদান করার ফলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো দুর্বল হয়েছে। একই সঙ্গে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকারও সমালোচনা করা হয়। কংগ্রেসের বক্তব্য, কেন্দ্রের অনুমোদনের অজুহাতে রাজ্য সরকার নতুন পদ সৃষ্টি ও স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করেনি। অথচ অতীতে একই সরকার কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ব্যবহার করে অন্যান্য খাতে ব্যয় করতে পিছপা হয়নি।

প্রদেশ কংগ্রেস অবিলম্বে শিক্ষক ও কর্মচারীদের স্থায়ী নিয়োগ, পূর্ণ বেতনক্রম চালু, বকেয়া ডিএ প্রদান এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করার দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি, এই দাবিগুলি মানা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথেও নামার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ দিন ধরে লংতরাইভ্যালি মহকুমায় রেগার কোন কাজকর্ম নেই, ক্ষোভ সাধারন মানুষের

খবরে প্রতিবাদ, ১৫ জানুয়ারি।। *দীর্ঘ চার, পাঁচ মাস ধরে লংতরাইভ্যালি মহকুমা এলাকায় রেগার কোন কাজকর্ম নেই।সাধারন গরিব অংশের মানুষ রেগার কাজকর্ম করে সামান্য অর্থ হলে রোজগার করতে পারত, কিন্তু দীর্ঘ চার,পাঁচ মাস ধরে কাজকর্ম না থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এ,ডি,সি ও রাজ্য সরকারের উপর তীব্র ক্ষোভ জমেছে।সাধারন কি ভাবে তাদের সংসার চালাবেন,কি করে দু-বেলা দুমুঠো ভাত যোগাবেন এ নিয়ে এক অনিশ্চিয়তার মধ্যে রয়েছেন। পাশাপাশি বহু আশা করে উপজাতি অংশের মানুষ এডিসিতে ত্রিপুরা মথা সরকার বসিয়েছেন, কিন্তু দেখা যায় এ, ডি সি তে নেই বলতে কিছু নেই।সাবজোনাল অফিসের কর্মীরা অফিসে যাওয়া আর আসা এই নেই সময় কাটাচ্ছেন। কাজকর্ম যেহেতু কিছুই নেই বসে বসে সময় কাটানো সার।মথা প্রশাসন বহু দপ্তর নিয়ে বসে আছেন,অথচ একজন কে ও চাকুরী দিতে পারেনি। কিন্তু, কংগ্রেস ও টিই,জে,এস জোট সরকার থাকাকালীন এডিসিতে বহু চাকুরী দিয়েছেন, এমনকি বাম আমলেও এডিসি এলাকায় বহু চাকুরী দিয়েছেন, কিন্তু ত্রিপুরা মথা,একজন কে লংতরাইভ্যালি মহকুমায় চাকুরী দিতে দেখা যায়নি।যে প্রশাসন একটি চাকুরী ও উপজাতি এবং গরীব অংশের বেকার যুবক যুবতী দের চাকুরী দিতে পারেনি, তাদের ক্ষমতায় থেকে কি লাভ,এময প্রশ্ন উপজাতি যুবক যুবতী দের।*

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751